বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। এ দেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি হলো কৃষি। বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশ কৃষি খাতে অভাবনীয় বিপ্লব সাধিত হয়েছে। কৃষির বিভিন্ন উপখাতের ক্রম অগ্রগতি বিশ্বের বিভিন্ন সূচকেও প্রভাব বিস্তার করেছে। কৃষি বান্ধব সরকারের যুগউপযোগী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে পাল্টে দিয়েছে কৃষি উৎপাদনের পুরানো হিসাব-নিকাশ। ১৬ কোটি মানুষের এই দেশে সীমিত ভূখন্ডে অসীম সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছে বাংলাদেশ। এই দেশের পরিশ্রমী কৃষক ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত মাঠ কর্মীদের কর্মতৎপরতায় উৎপাদন বিপ্লবে বাংলাদেশের এই অসামান্য অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর কর্মকান্ডের মূল কেন্দ্রবিন্দুই হলো সরেজমিন উইং। গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত আধুনিক প্রযুক্তি মূলতঃ সরেজমিন উইং এর মাধ্যমে কৃষকের নিকট সম্প্রসারণ করছে। মাঠ পর্যায়ে বার্ষিক কৃষি সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এ উইং এর মূল কাজ। প্রাকৃতিক সৌন্দয্যের এক অপরূপ লীলাভূমি বান্দরবান পার্বত্য জেলার উপজেলা থানচি। মোট এলাকার মাত্র ১২.৭৬ ভাগ জমি আবাদযোগ্য। জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাবে প্রতিনিয়ত কমে যাচ্ছে চাষযোগ্য জমি। ক্রমহ্রাসমান চাষযোগ্য জমি থেকে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠির খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর-এর সরেজমিন উইং এর অধীন বান্দরবান পার্বত্য জেলা কৃষকের নিকট চাহিদা অনুযায়ী প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে বিগত তিন বছরে চাল, ভূট্টাসহ অন্যান্য ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে চাল, ভূট্টা, গোলআলু, সবজীসহ অন্যান্য ফসলের উৎপাদন ২০১৯-২০২০ সনের তুলনায় ২০২০-২১ সনে আবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে। দানা জাতীয় খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ফসলের আধুনিক ও ঘাত সহিষ্ণু জাত, পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি, সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার, পার্চিং, আধুনিক চাষাবাদ, গুটি ইউরিয়া ব্যবহার বৃদ্ধি, মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ, মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জৈব ও সবুজ সার তৈরী, বিষমুক্ত সবজী উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি ইত্যাদি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এছাড়া অত্র উপজেলায় প্রায় ৭৫৫৯ হেঃ পাহাড়ী ভূমিতে ফলের আবাদ বিদ্যমান রয়েছে এবং দিনদিন ফলের আবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৯-২০ সনে অত্র উপজেলায় প্রায় ১,৩০,৩৬৩ মেঃ টন বিভিন্ন রকমের মৌসুমী ফল উৎপাদিত হয়েছে। এক্ষেত্রেও সময়োপযোগী উচ্চফলনশীল মানসম্পন্ন চারা/কলমের জাত ও কৌশলের মাধ্যমে কৃষক/কৃষাণীদের মাঝে বিভিন্ন ধরণের প্রযুক্তি হস্তান্তর করা হয়েছে। মোট জনগোষ্ঠির প্রায় অর্ধেক নারীকে কৃষিতে সম্পৃক্তায়নের লক্ষ্যে নারীসহ বিগত তিন বছরে প্রায় ৩০০ জন কৃষক-কৃষাণীকে লাগসই আধুনিক প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।